



## 36766 - রজব মাসে উমরা পালন

### প্রশ্ন

রজব মাসে উমরা পালন করা মুস্তাহাব মরম্বে বিশেষ কোন ফজলিত বরণতি আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

#### এক:

আমাদের জানা মতে, রজব মাসে উমরা করার বিশেষ কোন ফযলিত কথিবা এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি। বরং রমজান মাসে ও হজ্জের মাসসমূহে (শাওয়াল, যলিক্বদ ও যলিহজ্জ) উমরা করার বিশেষ ফযলিত সাব্যস্ত আছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে উমরা করছেন বলে সাব্যস্ত হয়নি। বরং আয়শো (রাঃ) অস্বীকার করে বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাসে কখনও উমরা করেননি” [সহিহ বুখারী (১৭৭৬) ও সহিহ মুসলিম (১২৫৫)]

#### দুই:

কিছু কিছু লোক যবে, বিশেষ ফযলিত মনে করে রজব মাসে উমরা পালন করে এটি বিদআত। কনেনা কোন মুমনিরে জন্য শরয়া দললি ছাড়া বিশেষ কোন সময়কে বিশেষ কোন ইবাদতরে জন্য নরিদষ্টি করা সঙ্গত নয়।

ইমাম নববীর ছাত্র ইবনুল আত্তার (রহঃ) বলেন:

“আমার কাছে মক্কাবাসীদের (আল্লাহ্ মক্কার সম্মান বৃদ্ধিকরুন) সম্পর্কে সংবাদ এসছে যে, রজব মাসে তারা বেশি বেশি উমরা করে থাকেন। এমন আমলের কোন ভিত্তি আমার জানা নহে। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, “রমযান মাসে একটি উমরা পালন করা হজ্জের সমান।”[সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) তাঁর ফতোয়াসমগ্ররে (৩/১৩১) বলেন:



রজব মাসেরে কিছু দিনকে কিছু কিছু আমলরে জন্থ খাস করা, যমেন- য়ি়রত ও অন্থান্থ আমল; এর কোন ভিত্তিনেই। আবু শামা ‘আল-বাদি ওয়াল হাওয়াদসি’ গ্রন্থে যে সদিধান্ত টনেছেন সে সদিধান্তরে কারণে। সখোনে এসছে- “শরয়িত যে সময়রে সাথে কোন ইবাদতকে খাস করনেসে সময়রে সাথে কোন একটি ইবাদতকে খাস করা অনুচতি। কেনেনা কোন এক সময়রে উপর অপর সময়রে বিশিষে কোন মর্যাদা নেই; যদিনা শরয়িত বিশিষে কোন ইবাদতরে মাধ্যমে কথিবা সব ধরণরে ইবাদতরে মাধ্যমে বিশিষে সময়কে অন্থ সময়রে উপর মর্যাদা দিয়ে থাকে সেটো ছাড়া। এ কারণে আলমেগণ রজব মাসে বেশেি বেশেি উমরা করার নন্দি করছেন।”[সমাপ্ত]

তবে, কটে যদি বিশিষে কোন ফযলিতরে বিশ্বাস না করে, ঘটনাক্রমে কথিবা সময় সুযোগরে কারণে রজব মাসে উমরা পালন করে এতে কোন অসুবিধা নেই।